আলোর পিদিম

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

আলোর পিদিম

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

চেতনা
প্রকাশন

বই : আলোর পিদিম
লেখক : আবদুল্লাহ আল মাসউদ
প্রকাশকাল : ইসলামি বইমলো ২০২২
প্রকাশনা : ২৭
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান সমন্বয় : মুহিব্বুল্লাহ মামুন
পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আফিফ মাহমুদ
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ, মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার, পরিধি

মূল্য : ২৮৬.০০৳

Alor Pidim by Abdullah Al Masud
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

অর্পণ

বহু গ্রন্থ রচয়িতা ও বৈচিত্র্যময় জ্ঞান-গবেষণার প্রবাদপুরুষ মুহতারাম উস্তাদ মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেবের দীর্ঘ নেকহায়াত কামনায়, যার কর্মমুখর জীবনের ছবি আমার জন্য এক সাগর অনুপ্রেরণা।

বিষয়সূচি

ঈমান ও আকিদা ১১

আকিদা হোক সুদৃঢ় ১৩
আকিদা নিয়ে বিতর্ক : সাধারণ মানুষের জন্য কিছু নির্দেশনা ১৬
মুসলিম মানসে কারামতের বিশ্বাস ২৩
ইমাম তাহাবি ও তার আকিদার কিতাব ৩১
লেকচার রিভিউ-১ : শায়খ হাসান দাদো শানকিতি ৩৫
লেকচার রিভিউ-২ : শায়খ সাঈদ কামালি ৩৭

হাদিস ও উলুমুল হাদিস ৪১

ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের নীতিমালার ভিন্নতা ৪৩
মুহাদ্দিসদের দর্পণে যইফ হাদিস ৪৫
হাদিসের কিতাব দ্বিখণ্ডিত করার ক্ষতি ৫৩
ফিকহে হানাফির উসুল বনাম পরবর্তী মুহাদ্দিসদের উসুল ৫৭
নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. : ব্যক্তিত্ব ও মূল্যায়ন ৬১
হাদিসের মানগত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াটাও তাকলিদ ৭১
হাদিস-বিষয়ক একটি ভুল ধারণা ৭৮

ফিকহ ও মাযহাব ৮১

ফিকহের পরিচয়, ক্রমবিকাশ ও ৪ মাযহাব ৮৮
বিশ্বব্যাপী এক মাযহাব প্রবর্তনের দাবি : বাস্তবতা বিশ্লেষণ ৯৩
ফিকহে হানাফিকে যেভাবে ভুল বুঝা হয় ৯৯
অজ্ঞতাপূর্ণ দুইটি কথা ১০১
ইমাম আবু হানিফার সাথে তার ছাত্রদের মতানৈক্যের কারণ ১০৩
আকলের অবস্থান ও উসুলে ফিকহে তার প্রভাব ১০৬
মাকাসিদুশ শরিয়াহ : ইসলামি শরিয়াহর অনন্য সৌন্দর্য ১০৮

সিকিউরিটি মানি ও অ্যাডভান্সের শরয়ি বিধিবিধান ১১০
বিটকয়েনের পরিচয় ও শরয়ি হুকুম ১২৩
নারীদের কুরবানি প্রসঙ্গ : একটি ভুল ধারণার অপনোদন ১৩১
উমরি কাজা : কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ১৩৩
ইমাম আহমদ রহ.-এর ফিকহি-প্রতিভা :
একটি ঐতিহাসিক বিতর্কের বাস্তবতা অনুসন্ধান ১৩৬

সমকালীন **১৪৩**

অনলাইনে পড়াশোনা : কিছু মৌলিক কথা ১৪৫
সাধারণ মানুষদের ইলম অর্জনের পথ ও পদ্ধতি ১৫০
কওমি মাদরাসায় পড়াশোনা : সামগ্রিক কিছু কথা ১৫৫
তাবলিগ জামাত : একটি নির্মোহ পর্যবেক্ষণ ১৫৮
'বালাগাল উলা বি কামালিহি' কি শিরকি কবিতা? ১৬৩
জবানের হেফাজত : বিষয়ের ব্যাপকতা অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা ১৬৬
লেখকের সাথে মতবিরোধ ও আমাদের কর্মপন্থা ১৭১
'মাওলানা' শব্দের ব্যবহার-বিষয়ক বিভ্রান্তি নিরসন ১৭৪
দ্বীন-ধর্ম ও ব্যবসা প্রসঙ্গ ১৭৭
নোমান আলি খান : একটি ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ১৮০
সমালোচনা : জ্ঞানচর্চার অন্যতম সৌন্দর্য ১৮৩
শব্দের রঙ্গ-রূপ ও অহেতুক বিতর্কের অবতারণা ১৮৫
সন্তানের শিক্ষাভাবনা ১৮৭
রমজান মাস কীভাবে কাটাবেন? কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ১৮৯
সালাফরা যেভাবে ঈদ পালন করতেন ১৯১
মাসনুন ও গাইরে মাসনুন দোয়ার মধ্যকার পার্থক্য ১৯৩

জীবনী **১৯৭**

ইমাম আসেম রহ. ও তার কিরাআত ১৯৯
বিখ্যাত আরবি কথাসাহিত্যিক আলি তানতাবি ২০১
আমিমুল ইহসান মুজাদ্দিদি : একজন বিস্মৃত মনীষী ২০৩

শুরুর কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবিগণের ওপর।

অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন বিষয়ে টুকটাক লেখালেখি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা যখনই সুযোগ দেন, প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজের সীমিত সামর্থ্যের মধ্য থেকে কলমকে সচল রাখার প্রচেষ্টায় কমতি করিনি। ফলে একে একে বেশ অনেকগুলো লেখা জমা হয়ে যায়। এর মধ্যে আকিদা, হাদিস ও উলুমুল হাদিস, ফিকহ, গ্রন্থালোচনা ও পর্যালোচনা এবং সমকালীন নানান প্রসঙ্গ ছিল। এগুলো কখনো মলাটবদ্ধ হবে ভাবিনি। সেরকম কোনো ইচ্ছা থেকেও এগুলো লেখা নয়; বরং সময়ের প্রয়োজনে কলম চালনা ছিল কেবল।

চেতনা প্রকাশনের বোরহান আশরাফী ভাই এই ছড়ানো লেখাগুলো একসাথে করে দেবার অনুরোধ জানান। তিনি সেগুলো কাগজ-কালি-মলাটে নিয়ে আসতে আগ্রহী। আমি নিম রাজি হলেও ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় অতটা তৎপর ছিলাম না। কিন্তু তার বারংবার তাড়া দেওয়া অবশেষে আমাকে কাজে নেমে পড়তে প্রণোদনা দিয়েছে। কয়েক সপ্তাহের একটানা খাটাখাটনির পর লেপটপের এখানে সেখানে অবহেলা আর অনাদরে পড়ে থাকা বিক্ষিপ্ত লেখাগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে এক জায়গায় নিয়ে আসতে সক্ষম হই। পাণ্ডুলিপির কলেবর বেড়ে যাচ্ছে দেখে গ্রন্থালোচনার অংশটুকু বাদ দিই। আল্লাহ চাইলে তা পরবর্তী সময়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হবে। প্রতিটি লেখার ওপর পুনর্নিরীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন-পরিবর্ধন শেষে ফাইলটি প্রকাশকের হাতে তুলে দিই—ফালিল্লাহিল হামদ।

এই বইটি মূলত ইলমি ও চিন্তাগত বিভিন্ন বিষয়ের লেখার সংকলন। তাই যারা ফিকশনের পরিবর্তে জ্ঞানমুখী অধ্যয়নকে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এটি উপকারী গ্রন্থ হবে বলে আমরা আশাবাদী। একজন পাঠকেরও বোধের দুয়ারে যদি এটি নাড়া দিতে সক্ষম হয়; তবে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। বইয়ের কোনো বিষয়ে তথ্যগত ত্রুটি নজরে এলে সেটা জানানোর জোর অনুরোধ রইল। যথার্থ হলে আমরা তা গ্রহণ করতে কার্পণ্য করব না।

আল্লাহ তাআলা আমার সকল উস্তাদকে উত্তম বিনিময় দিন। তাদের অপার্থিব দোয়া আর আন্তরিক পরিশ্রমের ফসল আমার ক্ষুদ্র ইলমি অস্তিত্ব। তাদের মমতাময় পরিচর্যা না পেলে কখনো কুরআন-সুন্নাহর আলো ধারণ করা সম্ভব হতো না এবং সেই আলো থেকে জন্ম নিত না কোনো 'আলোর পিদিম'। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং তাদের জন্য দিলভরা দোয়া করছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সিহহত ও সালামতের চাদরে ঢেকে রাখুন। রহমত ও বরকতের বারিধারায় সিক্ত করুন। তাদেরকে দান করুন দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম কল্যাণ। আমিন।

সেই সাথে কৃতজ্ঞতা চেতনা প্রকাশন কর্তৃপক্ষের প্রতি; বিশেষভাবে বোরহান আশরাফীর প্রতি। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহই এই বইয়ের বীজের ওপর বৃষ্টি হয়ে বর্ষিত হয়েছে। যার থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে সবুজ-শ্যামল পত্রপল্লবে সুশোভিত এই *আলোর পিদিম*। যারা বইটির পেছনে কোনো না কোনোভাবে শ্রম দিয়েছেন, প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে মলাট হওয়া অবধি, তাদের সবার প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কালিমাতুল জাযা—জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
১৯.০২.১৪৪৪ হি.
১৬.০৯.২০২২ খ্রি.
Email- abdullahmasud887@gmail.com
Website- www.aamasud.com

ঈমান ও আকিদা

আকিদা হোক সুদৃঢ়

আমার কাছে ইসলামই কেন একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে লক্ষ করলাম, ইসলামের মতো অন্য কোনো ধর্মই বুক উঁচিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিতে পারেনি যে, সে ছাড়া অন্য সব ধর্মই বাতিল। অন্য অনেক ধর্মের অনুসারীরা হয়তো এই বিশ্বাস রাখে বা তাদের ধর্মগুরুরা এমন কথা বলে। কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে সুস্পষ্ট শব্দে এটা ঘোষণা দেওয়ার কথা আমার নজরে পড়েনি। এটা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছিল তখন। কারণ এমন ঘোষণা তখনই সম্ভব, যখন নিজের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা দেবার মতো আত্মবিশ্বাস থাকে।

এই বিষয়টি যেহেতু সরাসরি কুরআনে এসেছে তাই এটি বিশ্বাস করা প্রতিজন মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য। ইসলামি জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেকের কাছে এটি কঠোরতা মনে হতে পারে। অনেকে আবার এই বিশ্বাসগুলো নিয়ে সংশয়ে ভোগে। পশ্চিমা প্রভাবিত আধুনিক বিশ্বের সামনে কথাগুলো বললে সংকীর্ণমনা, উগ্র ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ট্যাগ খাওয়ার ভয়ে থাকে। কোনো কোনো 'প্রগতিশীল' মুসলিম এসব কথা মুখেও আনতে চায় না এই ভয়ে যে, এতে করে প্রগতিশীলতার তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়ে যেতে পারে। নিজেকে উদারমনা প্রমাণ করতে গিয়ে কখন যে এরা ঈমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ খুইয়ে বসে নিজেও টের পায় না। অথচ প্রতিজন মুসলিমের ওপর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এই বিশ্বাসগুলোর ব্যাপারে শতভাগ স্বচ্ছ থাকা।

বর্তমান সময়ে যেহেতু এই বিশ্বাসটি-সহ আরও আকিদার আরও কিছু বিষয় নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে মুসলিম-সমাজে, তাই সবার উচিত এই বিষয়গুলো অন্তরের অন্তস্তলে বসিয়ে নেওয়া। নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মগজ-মস্তিষ্কেও তা গেঁথে দেওয়া। একে একে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরছি—

১. ইসলামই একমাত্র আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম। ইসলামের বাইরে অন্য সকল ধর্ম বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। ইসলামের আগমনের পর অন্য আসমানি ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। কুরআন বলছে—

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

'নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম।'[১]

[১] সুরা আলে ইমরান : ১৯

২. ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের মাধ্যমে পরকালীন নাজাত পাওয়া অসম্ভব। চাই যত ভালো থেকে ভালো কাজই করা হোক না কেন। এটি আল্লাহ তাআলা কখনোই গ্রহণ করবেন না। গ্রহণযোগ্যতার প্রথম শর্তই হলো ঈমান আনা। কুরআন বলছে—

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তার থেকে সেটা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[২]

৩. ইসলাম এসেছে আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়িত করতে। যতদিন পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিও শরিয়াহর অধীনে আসা বাকি থাকবে এবং মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য থাকবে, তাদের দায়িত্ব হলো সেই ইঞ্চিকেও আল্লাহর আইনের অধীনে আনা। আর সেটা সম্ভব না হলে তা করার আকাঙ্ক্ষা রাখা। (শরিয়াহর অধীনে আনা মানে এই না জোর করে কাউকে মুসলিম বানানো হবে। কেউ চাইলে নিজ ধর্মে থাকবে, নিজ ধর্মের চর্চা করবে। তবে তখন তাকে/তাদেরকে জিজিয়া দিতে হবে।) কুরআন বলছে—

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যাতে ফেতনা (শিরক, কুফর ইত্যাদি অধর্ম) না থাকে আর দ্বীন (এবাদত) সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৩]

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

কিতাবধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহ কিংবা পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন তাকে অবৈধ গণ্য করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা নতি স্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিজিয়া (ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ওপর ধার্যকৃত কর) প্রদান করে।'[৪]

---

[২] সুরা আলে ইমরান : ৮৫
[৩] সুরা আনফাল : ৩৯
[৪] সুরা তাওবা : ২৯

ফিকহে হানাফির উসুল বনাম পরবর্তী মুহাদ্দিসদের উসুল

হাদিস গ্রহণ-বর্জন ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ফিকহে হানাফিতে যে উসুল ও নীতিমালা অনুসরণ করা হয় তা পরবর্তী মুহাদ্দিসদের নীতিমালার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর।

সপ্তম শতকের ইবনুস সালাহ বা নবম শতকের ইবনে হাজারের বর্ণনাকৃত নীতিমালার আলোকেই সাধারণত মুহাদ্দিসরা হাদিস পর্যালোচনা করে থাকেন। আর সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই হানাফিদের নীতিমালার চেয়ে বেশ আলাদা।

উদাহরণ দিচ্ছি, পরবর্তী মুহাদ্দিসরা হাদিসকে প্রথমত দুইভাগে ভাগ করেন। খবারে মুতাওয়াতির ও খবারে ওয়াহেদ। এরপরে খবারে ওয়াহেদকে আবার তিনভাগে ভাগ করেন। মশহুর, আজিজ, গরিব। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, তাদের নীতিমালার আলোকে মশহুর মূলত খাবারে ওয়াহেদেরই একটা প্রকার। একটা অপরটার বিপরীত কিছু নয়।

এবার আসুন ফিকহে হানাফিতে অনুসৃত নীতিমালার প্রতি আমরা দৃষ্টি দিই। তারা প্রথমেই হাদিসকে তিনভাগে ভাগ করেন। খবারে মুতাওয়াতির, খবারে মশহুর ও খবারে ওয়াহেদ। এখানে কিন্তু খবারে মশহুরটি খবারে ওয়াহেদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রকার। একটি অপরটির বিপরীত।

হানাফিদের অনুসৃত নীতিমালার আলোকে খবারে মশহুরের মাধ্যমে কুরআনের ওপর কোনো কিছু বৃদ্ধি করা বৈধ। এখন যিনি ওপরের বর্ণিত পার্থক্যটা সম্পর্কে ধারণা রাখেন না; কিন্তু এই নীতিমালাটা জানেন তিনি কী করবেন? পরবর্তী মুহাদ্দিসরা যাকে মশহুর বলেছেন সেই হাদিসের মাধ্যমে কুরআনের ওপর কিছু বৃদ্ধি করতে চাইবেন। কিন্তু যখন দেখবেন হানাফিরা সেটা মানতে চাচ্ছে না তখন সে বলে দেবে, তোমরা তো বলো মশহুরের মাধ্যমে কুরআনের ওপর বৃদ্ধি করা বৈধ। তাহলে এখন মানো না কেন? অথচ তার জানা নেই সে যে মশহুর দিয়ে বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে তা হলো পরবর্তী মুহাদ্দিসদের পরিভাষার মশহুর। ফিকহে হানাফির নীতিমালাতে সেটা খবারে ওয়াহেদ বলে বিবেচিত। যার দ্বারা কুরআনের ওপর কিছু বৃদ্ধি করা বৈধ বলে তারা মনে করে না।

এই ধরনের আরেকটি বিষয় হলো, হাদিস গ্রহণ-বর্জনের নীতিমালায় পার্থক্য হওয়া। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নীতি ছিল, তিনি খবারে ওয়াহেদকে কুরআন ও হাদিসের সর্বসম্মত মূলনীতির দ্বারা যাচাই করে দেখতেন। যদি অমিল দেখতে পেতেন, তাহলে একে 'শায' হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।[৪৫]

কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসদের নীতিতে শায হাদিস হিসেবে পরিচিত হলো সেই হাদিস, যার বর্ণনাকারী তার চেয়েও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত বলেছে।[৪৬]

মুরসাল হাদিস পরবর্তী মুহাদ্দিসদের কাছে যইফ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হলেও ইমাম আবু হানিফা রহ. সিকাহ রাবি তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মুরসাল হাদিসকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন।[৪৭] শুধু এই এক নীতির কারণে পরবর্তী অনেক মুহাদ্দিস ও ফকিহদের মতের সাথে ফিকহে হানাফির মাসআলার সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

এখানে সামান্য দুই/তিনটা বিষয়ে বললাম। এমন আরও বহু বিষয় রয়েছে, যেখানে ফিকহে হানাফির নীতিমালার সাথে পরবর্তী মুহাদ্দিসদের নীতিমালার পার্থক্য রয়েছে। তো যারা এটা জানে না তারা অভিযোগ করে থাকেন, ফিকহে হানাফিতে বহু ইলমি হাদিস গ্রহণ করা হয়নি। তারা শুধু যইফ হাদিস গ্রহণ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। মূলত পরবর্তী মুহাদ্দিসদের নীতিমালার আলোকে ফিকহে হানাফিকে বিচার করতে যাবার কারণে এসব অভিযোগের উদ্ভব হয়।

সুতরাং আপনি যদি ফিকহে হানাফিকে বুঝতে চান তবে আপনাকে তাদের অনুসৃত নীতিমালার আলোকেই বুঝতে হবে। অন্যদের নীতিমালার আলোকে বুঝতে গেলে শুধু ভুলই বুঝবেন। সঠিক বিষয় থেকে যোজন যোজন দূরে থাকবেন।

দুঃখের কথা হলো, অধিকাংশ হানাফি আলেম ও তালিবুল ইলমরাও এসব বিষয়ে সবিস্তারে অবগত নন। ফলে অনেক সময় তারাও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কারণ মাদরাসাতে ইবনে হাজার রহ.-এর *নুখবাতুল ফিকার* পড়ে সেই আলোকে ফিকহে হানাফি বুঝতে যায়। অথচ *নুখবাতুল ফিকার* হলো পরবর্তী মুহাদ্দিসদের নীতিমালার আলোকে রচিত উসুলে হাদিসের গ্রন্থ। সেটা দিয়ে ফিকহে হানাফিকে বুঝতে গেলে সমস্যা তো হবেই। আর বাস্তবে তা হচ্ছেও অনেক জায়গায়।

আমার মনে হয়, যারা প্রথমে হানাফি ছিল পরে আহলে হাদিস বা সালাফিয়তের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে তার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো এটাই যে, তারা পরবর্তীদের

---

[৪৫] *আল-ইন্তিকা*, ইবনে আবদিল বার মালিকি, ২৭৭

[৪৬] *শরহু নুখবাতিল ফিকার*, ইবনে হাজার আসকালানি, ২৫২; দারুল আরকাম।

[৪৭] *ফিকহু আহলিল ইরাক*-এর টীকায় শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহর নোট দ্রষ্টব্য : ৪৮

নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. : ব্যক্তিত্ব ও মূল্যায়ন

১.

মাদরাসায় আমার পড়ানোর দায়িত্বে যেসব কিতাব আছে তার মধ্যে একটা হলো আবদুল মালেক সাহেবের লেখা *আল-মাদখাল ইলা উলুমিল হাদিস*। যেহেতু এই কিতাব উলুমুল হাদিসসংক্রান্ত তাই স্বাভাবিকভাবেই আলবানি রহ.-এর নাম ওঠে আসে অনেক সময়। সেদিন পাণ্ডুলিপিসংক্রান্ত আলোচনায় দামেশকের যাহিরিয়্যাহ কুতুবখানার আলোচনা এলে আমি প্রসঙ্গক্রমে বললাম, এই কুতুবখানা বা লাইব্রেরিতেই আলবানি রহ. রাত-দিন পড়ে থেকে হাদিস বিষয়ে অধ্যয়ন করতেন। তার অধ্যয়ন-স্পৃহা এত বেশি ছিল যে, কুতুবখানা কর্তৃপক্ষ তার জন্য আলাদা একটা রুমের ব্যবস্থা করেছিল এবং বাড়তি একটা চাবি তাকে দিয়েছিল। যেন তিনি নিজের ইচ্ছামতো অধ্যয়ন করতে পারেন। একটু ভাবেন যে, শাহবাগে পাবলিক লাইব্রেরিতে কাউকে দিন-রাত প্রচুর পড়তে দেখে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ আলাদা একটা রুম ও চাবি দিয়ে দিলো যেন তিনি যখন-তখন লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়তে পারেন। ভাবা যায়?

আমার এই কথা শুনে এক ছাত্র বলে উঠল, হুজুর! একটা বইতে পড়েছিলাম উনি হাদিস সম্পর্কে কিছুই জানতেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এই সূত্র ধরে লম্বা কিছু কথা বললাম, যার সারাংশ হলো, উনার ভুল-বিচ্যুতি অনেক আছে এটা ঠিক; কিন্তু তিনি হাদিস সম্পর্কে কিছু জানতেন না এটা অপপ্রচার বৈ কিছু নয়। একটা মানুষের সঠিক অবস্থা বুঝতে হলে তাকে অন্য মাধ্যম বাদ দিয়ে সরাসরি কাছ থেকে দেখতে হয়। অবশ্যই তিনি হাদিসশাস্ত্রে অনেক উঁচু ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রচুর কাজ করেছেন। আবার অনেক ভুলও করেছেন। ইত্তিফাকের কথা বলতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ইফতিরাক হয়ে গেছে। এসব ভালো-মন্দ মিলিয়েই উনাকে মূল্যায়ন করতে হবে। একদেশদর্শীর মতো 'উনি কিছু জানতেন না' বলে দেওয়াটা জুলুম ও অপপ্রচার।

এই মনীষীর জন্ম ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আলবেনিয়াতে। তার পরিবার ছিল দরিদ্র। কিন্তু এটি তার পরিবারের দ্বীনদারি ও জ্ঞানার্জনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তার পিতা ছিলেন আলবেনিয়ার একজন বিজ্ঞ আলেম। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ তার কাছে ছুটে আসত। তিনি সাধ্যানুযায়ী মানুষকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। আলবেনিয়ার

প্রেসিডেন্ট আহমদ জাগু পাশ্চাত্য সেক্যুলার সভ্যতার দিকে ধাবিত হয়ে নারীদের পর্দা নিষিদ্ধ করলে তিনি পরিবারের দ্বীনদারিতার কথা বিবেচনা করে সপরিবারে সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে হিজরত করেন।

তার পিতা হানাফি ফিকহের একজন প্রাজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি ছোটকালে ব্যক্তিগতভাবে পিতার নিকট এবং পরে তার বন্ধুর নিকট কুরআনুল কারিম, তাজবিদ, নাহু, সরফ এবং হানাফি ফিকহের প্রাথমিক কিছু কিতাব ও বালাগাত ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা অর্জন করেন। অ্যাকাডেমিকভাবে তার পড়াশোনার সুযোগ হয়নি।

তিনি তার পিতার কাছেই ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখেন এবং এ ক্ষেত্রে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঘড়ি মেরামতকেই জীবিকার পেশা হিসেবে বেছে নেন। এই পেশায় গ্রহণের কারণে তিনি ব্যক্তিগত পড়ালেখা ও বিভিন্ন কিতাবাদি অধ্যয়নের জন্য পর্যাপ্ত সময়-সুযোগ পান। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর পড়াশোনা করেন। তার আগ্রহের বিষয় ছিল ইলমে হাদিস। অত্যধিক পড়াশোনা এই বিষয়ে তাকে খ্যাতি এনে দেয় এবং তিনি ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেন।

২.

আলবানি রহ.-কে তার অনেক বিরুদ্ধবাদী ঘড়ি-মেরামতকারী বলে তিরস্কার করে থাকে। এই বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে চলুন একজন তালা-মেরামতকারীর সাথে পরিচিত হই।

ইমাম আবু বকর আল-কফফাল। তিনি ছিলেন শাফিয়ি মাযহাবের প্রসিদ্ধ একজন ফকিহ। মারা গেছেন ৪১৮ হিজরিতে। তালা মেরামত করা ছিল তার পেশা। এই পেশায় তিনি এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, তার উপাধি হয়ে যায় 'আল-কফফাল' বা তালা-মেরামতকারী। যা আরবি কুফলুন (তালা) শব্দমূল থেকে উদ্‌গত। ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হবার পর তিনি অর্জনে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন এবং সামসময়িক সবাইকে ছাড়িয়ে যান। তার ইলমি মাকাম বুঝার জন্য এতটুকু জানা যথেষ্ট যে, শাফিয়ি মাযহাবের খোরাসানি ধারা তার হাত ধরেই বিস্তৃতি লাভ করে।

এখন কি আপনি তালা মেরামত করার কারণে তাকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন? এটাকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে তার ইলমি অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোশেশ করবেন? করবেন না। যদি করেন তবে আপনি নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবেন। কারণ আজ পর্যন্ত কেউ-ই আবু বকর আল-কফফাল রহ.-এর তালা মেরামতের

ফিকহের পরিচয়, ক্রমবিকাশ ও চার মাযহাব

ফিকহের পরিচয়

ফিকহ শব্দের অর্থ কোনো কিছু গভীরভাবে জানা। পরিভাষায় ফিকহ বলা হয়, দলিলের বিস্তর উৎসসমূহ থেকে অর্জিত শরিয়তের আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধানাবলির জ্ঞান। এর দ্বারা বুঝে আসে ফিকহ মূলত ইবাদাত-মুআমালাত ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি। আকিদা এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

ফিকহের প্রকার

দলিলের দিক দিয়ে ফিকহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

১. ফিকহ মুজাররাদ বা দলিল উল্লেখহীন ফিকহ। এর মধ্যে সাধারণত দলিল উল্লেখ করা হয় না। শুধু মাসআলাগুলো বলে যাওয়া হয়। এর মানে এই নয় যে সেইসব মাসআলার পক্ষে কোনো দলিল নেই।

২. ফিকহ মুদাল্লাল বা দলিল উল্লেখকৃত ফিকহ। এর মধ্যে প্রতিটি মাসআলার সাথে দলিল উল্লেখ করা হয়।

৩. ফিকহ মুকারান বা তুলনামূলক ফিকহ। এর মধ্যে ফিকহের একাধিক মত ও সেগুলোর দলিল উল্লেখ করে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়।

ফিকহের ক্রমবিকাশ

১. প্রথম যুগ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালি যুগ

এই যুগের সূচনা হয় নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে, আর শেষ হয় দশম হিজরি সনে গিয়ে তার ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে। সেসময় স্বতন্ত্র ফিকহশাস্ত্র প্রণয়নের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ সময় ইসলামি ফিকহের উৎস ছিল—১. কুরআন মাজিদ, ২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা তার হাদিস।

২. দ্বিতীয় যুগ : কিবারে সাহাবা বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের যুগ (১১-৪০ হি.)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর একাদশ হিজরি সন থেকে এই যুগের সূচনা হয় এবং তা শেষ হয় চল্লিশ হিজরি সনে গিয়ে। এই সময়ে খেলাফতে রাশেদার সমাপ্তি ঘটে। খুলাফায়ে রাশিদিনের সোনালি যুগে বিভিন্ন দেশ

জয় এবং নানা প্রকার সামাজিকতার সংস্পর্শে আসার কারণে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য কোরআন ও হাদিস ছাড়া আরও দুটি উপায় অবলম্বিত হতে থাকে। **ক.** সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত **খ.** বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের একক ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত অভিমত।

৩. তৃতীয় যুগ : সিগারে সাহাবা—বয়োকনিষ্ঠ সাহাবা ও তাবিয়িনে কেরামের যুগ (৪১-১০০ হি.)

এই যুগ খুলাফায়ে রাশিদিনের সমাপ্তি কালের পর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকাল তথা ৪১ হিজরি সন থেকে শুরু হয়ে প্রথম শতকের শেষ পর্যন্ত অথবা হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এসময় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে শরিয়তের হুকুম আহকামের সুবিন্যস্ত করা তথা ফিকাহশাস্ত্র সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা চরমভাবে দেখা দেয়। এই তৃতীয় যুগে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফতোয়া সংকলনের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কেন্দ্রসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—১. মদিনা, ২. মক্কা, ৩. কুফা, ৪. বসরা, ৫. শাম, ৬. মিসর, ৭. ইয়ামেন। এগুলোর মধ্যে মদিনা ও কুফা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪. চতুর্থ যুগ : ফিকাহ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ এবং ইলমে ফিকহ স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করার যুগ (১০০-৩৫০ হি.)

এই যুগেই ওই সমস্ত মহান ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন, যাদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্যকীর্তি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। স্মতর্ব্য, এই যুগে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. তার সহযোগী, সহকর্মী ও শিষ্য, শাগরিদগণের সহায়তায় ফিকহের নিয়ম তান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন এবং তিনি বেঁচে থাকতেই এর সম্পাদনাও পূর্ণাঙ্গ করেন। পরবর্তী সময়ে ইমামগণও নিয়মিতভাবে ইলমে ফিকহ গ্রন্থাকারে রচনা ও প্রকাশ করেন এবং মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে তা অনুসরণ করতে থাকে।

৫. পঞ্চম যুগ : ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ (৩৫০-৭০০ হি.)

এ যুগ চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে থেকে শুরু হয় এবং হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে এসে শেষ হয়। এ যুগ হচ্ছে ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ। এ যুগে ইলমে ফিকহ মুনাজারার বিষয়ে পরিণত হয়। এ সময় এসে বিভিন্ন শাখাগত মাসায়িলের তাহকিক, তাফতিশ তথা বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং এর পক্ষে ও বিপক্ষে মুনাজারা এবং বাহাস-বিতর্কের সূচনা হয়।